ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫২৫

আগরতলা, ১০ মে, ২০১৮

আম্বেদকর গ্রামীণ মেলার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর জীবিত থাকবেন। আজ হাঁপানীয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী আম্বেদকর গ্রামীণ মেলার উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের মতো বিদ্বান ব্যক্তিত্ব বা তার তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই কঠিন। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষা করার জন্য নিয়ম কানুন এবং প্রশাসনের রূপরেখা তৈরী করেছেন ড. বি আর আম্বেদকর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং মানসিকতার লোক রয়েছেন। তাই সংবিধান রচনা করা খুবই কঠিন ছিল। ড. বি আর আম্বেদকর যে কতটা বিদ্বান ব্যক্তি বা মহান ঋষি ছিলেন তা দেশের সংবিধান রচনার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে বহু ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তার মধ্য থেকে ড. বি আর আম্বেদকর আমাদের কাছে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের জীবনশৈলী, জীবনের রূপরেখা কি হবে সেটা ড. বি আর আম্বেদকর তৈরি করেছেন। আজ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এত মানুষ এ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় ড. বি আর আম্বেদকরের আদর্শ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিগত সরকার ২৫ বছর যাবৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন না করায় গরীব মানুষকে চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যে যেতে হতো। গরীব মানুষেরা তাদের রেগার সাশ্রয়ের টাকা চিকিৎসার জন্য খরচ করত। কিন্তু বর্তমানে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর জি বি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিসেবার ক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে ত্রিপুরা রাজ্যের ৫ লাখ ২০ হাজার গরীব মানুষ এর সুফল লাভ করবে বলে তিনি জানান।

**২য় পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর যে পথ দেখিয়েছেন, সেই পথকে অনুসরণ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিকভাবে উন্নয়ন যদি না হয় বা স্বরাজ যদি না থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রাণ গ্রামে বিরাজ করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন দিনের এই মেলার মধ্য দিয়ে বাবা সাহেবের কর্ম জীবনের বিচারধারা প্রত্যেকটি গ্রামে এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর কর্মক্ষমতার সামান্যতমও যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে যেকোন ব্যক্তি রাষ্ট্র ভক্ত নাগরিক হতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মাগান্ধী সহ রাষ্ট্র পুরুষরা সেই দিশাই দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্র প্রেম জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমেই গ্রাম স্বরাজ ব্যবস্থা চলে আসে এবং সেই দিশাতেই বর্তমান সরকার কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। সেই দিশাতেই রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৫০ কোটি টাকা রাজ্যকে দেয়া হয়েছে। ফেনি নদীর উপর নির্মীয়মান ব্রীজ তৈরী হলে আগামী দিনে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিজনেস গেটওয়ে বা বিজনেস হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যে এই ব্রীজ নির্মাণের কাজটি শেষ করার জন্য নির্মাণ সংস্থা এন এইচ ডি আই সি এল কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আই টি হাব তৈরি করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথাবার্তা চলছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। আরও ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা চলছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার সদস্য দিলীপ সরকার, মেলা কমিটির কনভেনার বাস্তুকার বিমল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। উল্লেখ্য তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী ষ্টল এবং স্বসহায়ক দলগুলি সহ মোট ৪০টি স্টল খোলা হয়েছে।

****